দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ JUL 30 2000
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ২

48

এসব শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত অনিশ্চিত

রাজশাহী বিভাগের সোয়া তিন শ' কলেজ অনুমোদন না পেলেও ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নাটোর থেকে ॥ একটি খামখেয়ালি সিদ্ধান্তের কারণে রাজশাহী বিভাগের সোয়া তিন শ' নতুন কলেজের ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এসব কলেজ ভর্তির অনুমোদন না পেলেও চলতি ২০০০-২০০১ শিক্ষা বর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করছে। '৯৭ সালের একটি সিদ্ধান্তের আওতায় বোর্ড এসব কলেজকে শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর সার্টিফিকেট দিচ্ছে না। অথচ এর আগে এই নীতিটি কাগজে কলমে থাকলেও উপেক্ষিত ছিল।

২০ থেকে ২৫ লাখ টাকা খরচ করে কলেজ প্রতিষ্ঠার পর ছাত্র ভর্তির অনুমতি না পেলেও 'অস্তিত্ব রক্ষায়' রাজশাহী বিভাগের ১৬ জেলায় এসব কলেজ ছাত্র ভর্তি করাচ্ছে। এসব ছাত্রছাত্রী নতুন কলেজে ভর্তি হয়ে ক্লাস করলেও তাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হবে অন্য কোন কলেজের হয়ে। এদিকে সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোকে অনুমোদন প্রদানের দাবিতে ইতোমধ্যে প্রতীক অনশনসহ বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়েছে। কেউ কেই এ ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাবও খাটাতে চাচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সদ্য প্রতিষ্ঠিত ৩১১ কলেজ ২০০০-২০০১ শিক্ষা বর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তির অনুমতি চেয়ে বোর্ডে আবেদন করে। পরে কলেজের সংখ্যা ৩২২-এ উন্নীত হয়। গত ২৩ মার্চ বোর্ড কর্তৃপক্ষ এসব কলেজের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র চায়। তাদের চাহিদা মোতাবেক কলেজ কর্তৃপক্ষ আসবাবপত্রসহ শিক্ষা উপকরণ ক্রয়, সংরক্ষিত ও সাধারণ খাতে তহবিল গঠন, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ ও যোগদানপত্র এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক দূরত্ব সংক্রান্ত সনদ ইত্যাদি জমা দেয়। এসব কাজে প্রতিটি কলেজকে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকা ব্যয় করতে হয়। গ্রামীণ পরিবেশে এসব কলেজের জন্য ভবনও নির্মিত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে ৫০ হাজার থেকে লাখ টাকা ডোনেশনের মাধ্যমে কিছু শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগও পান। এত কিছুর পরেও '৭৫ হাজার জনগোষ্ঠীর জন্য একটি কলেজ'—'৯৭ সালের এই নীতির কারণে নব্য কলেজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ১৯৯৭ সালের আগে এই নীতিটি ছিল উপেক্ষিত। গত ২৩ মার্চ বোর্ড কর্তৃপক্ষকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব স্বাক্ষরিত এক নির্দেশে সেই নীতি কার্যকর করা হয়। ফলে আটকে যায় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীন নতুন প্রতিষ্ঠিত প্রায় সোয়া তিন শ' কলেজের কার্যক্রম। বোর্ডের একটি সূত্র জানায়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন করা ৩১১ কলেজের মধ্যে '৯৭-এর নীতিমালার আওতায় মাত্র তিনটি কলেজ ছাত্র ভর্তির অনুমতি পাচ্ছে। অথচ খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, নতুন সব কলেজেই ছাত্র ভর্তি করা হচ্ছে। ফলে এসব কলেজে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা আগামী ২০০২ সালে অনুষ্ঠিতব্য এইচএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় নতুন করে ভোগান্তির শিকার হবে।